THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Umar Ibn Al-Khattab
His Life and Times -এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

উমর ইবনুল খাত্তাব

রাযিয়াল্লাহু আনহু

প্রথম খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

ইংরেজি অনুবাদ | **নাসিরুদ্দীন আল-খাত্তাব**

বাংলা অনুবাদ | **উম্মে মুহাম্মাদ**

◆

সম্পাদনা

মাওলানা জাবির মুহাম্মদ হাবীব

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (প্রথম খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮-২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : ১৩ রজব ১৪৩৯ / ০১ এপ্রিল ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১২ শাওয়াল ১৪৪০ / ১৭ জুন ২০১৯
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-92291-8-6

মূল্য ■ ৳ ৮০০.০০ (আট শত টাকা মাত্র)

USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.wafilife.com; www.rokomari.com
www.kitabghor.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাযী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ এবং দাওয়া বিভাগ থেকে ব্যাচেলরস অব আর্টসে ডিগ্রি-লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে উসুল আদ-দ্বীন বিভাগ থেকে তাফসীর, উলুমুল কুরআন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি-প্রাপ্ত। তিনি ১৯৯৯ সালে উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে ইতিমধ্যে তার বিখ্যাত সীরাতগ্রন্থ *জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.* এবং *জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা.* প্রকাশিত হয়েছে। তারই আরেকটি অনবদ্য কীর্তি *সিরাতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.*। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি আরববিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তী সময়ে নাসিরুদ্দীন আল-খাত্তাব কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ২০০৭ সালে *ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক পাবলিশিং হাউস* (IIPH) প্রকাশনা থেকে *Umar Ibn Al-Khattab : His Life and Times* নামে প্রকাশিত হয়। আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ, *জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা.*। বইটি অনুগ্রহ করে সম্পাদনা করে দিয়েছেন তরুণ আলেম মাওলানা জাবির মুহাম্মদ হাবীব সাহেব। উল্লেখ্য, কিতাবের মূল লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী থেকে তার লিখিত সবগুলো সীরাতগ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করুন।

কিতাবটি ইংরেজি থেকে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন উম্মে মুহাম্মাদ। এদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের পরামর্শেই তিনি এই অনুবাদের কাজ হাতে নিয়েছেন। এ অনুবাদে তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটেছে। পাঠকমাত্রই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা তার এই কাজকে কবুল করুন। কিতাবটি বিশাল কলেবরের হওয়ায় *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হলেও তা মূল আরবী বইয়ের সাথেই তুলনা করে সম্পাদনা করা হয়েছে। এভাবে মূল কিতাবের সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যতা রেখে অনুবাদ সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী ইসলামের ইতিহাসের একটি অতি উজ্জ্বল অধ্যায়। ইন্তেকালের পূর্বেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলীফা হিসেবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মনোয়ন দেন। এই কিতাবে তার বংশপরিচয়, পরিবার, জাহেলী যুগের জীবন, ইসলাম গ্রহণ, হিজরতের, কুরআনের প্রভাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে দ্বীন শিক্ষা, ইসলামী আখলাক গঠন আলোচিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় সেনাবাহিনীতে এবং মদীনার সমাজে তার অবদান বর্ণনা করেছি। তার খলীফা হওয়ার প্রক্রিয়া, শাসনপদ্ধতি, শূরা, ইনসাফ ও সমতা বিধান এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার পারিবারিক জীবন, আহলে বাইতের প্রতি সম্মান, তার সামাজিক জীবন, মুসলিমদের খলীফা হিসেবে পদলাভ, সমাজে বসবাসকারী নারীদের যত্ন নেওয়া, নেককার ব্যক্তিদের গুণাবলী ও কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, অবাধ্যদের প্রতি আচরণ, জনগণের সুস্বাস্থ্যের দিকে নজরদারী, বাজার তদারুকির পদ্ধতি প্রবর্তন, তাওহীদ রক্ষার্থে সমাজে শরীয়তের পাবন্দী, বাতিল ও বিতআতের বিরুদ্ধে লড়াই, ইবাদাতের পদ্ধতি নিয়ে সচেতনতা, মুজাহিদদের সম্মান রক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনার আলোকে এ গ্রন্থে যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা বাংলাভাষীদের জন্য নতুন প্রাপ্তি। ইনশাআল্লাহ, কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলিমদের

জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অনেকেই এই কিতাবটি প্রকাশে প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

২৭ শাওয়াল ১৪৩৯
১২ জুলাই ২০১৮

অনুবাদকের কথা

কচা নদীর পাড়ে আমাদের বাড়ি। শাপলার জন্য বিখ্যাত গ্রাম সাতলা। ঠিকানা : বরিশাল জেলার উজিরপুর। তবে এই সুন্দর গ্রামে কখনও থাকা হয়নি। বাবা-মা দু-জনই আর্কিটেক্ট। আব্বা এ কে এম শামসুল আলমের কর্মসূত্রে মরুময় রিয়াদে আমার জীবনের আঠারো বছর কেটেছে। আমাদের শৈশব-কৈশোর সৌদিআরব নগরায়নের সাক্ষী। শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান এম্বাসি স্কুলে। ক্লাস থ্রি থেকে এইচএসসি পর্যন্ত বাংলাদেশ এম্বাসি স্কুল এ্যান্ড কলেজে পড়াশোনা। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে অনার্স, মাস্টার্স সম্পন্ন করেছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ দয়ায় আরবে থাকার সুবাদে বারবার উমরা ও হজ করার দুর্লভ সুযোগ হয়েছে। পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা, মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, সুদান, ফিলিপিন—এমন নানা দেশের পাড়া-প্রতিবেশী আর নানা ভাষাভাষি সহপাঠীদের সান্নিধ্যে ভাষার বৈচিত্র্য আমাদের মনে রঙিন ছাপ ফেলতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলার রহমতে নানা ভাষা আয়ত্তে চলে আসে। আব্বার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল গওহরডাঙ্গা মাদরাসায়। ফলে বাংলা, আরবি, ইংলিশ এবং হিন্দি লেখা-পড়ার পাশাপাশি তার হাত ধরে উর্দুও পড়তে শিখি। এভাবে ভিনদেশী ভাষা শেখার প্রতি ক্রমশ ভালোবাসা জন্মে যায়। লেখালেখি করতে ভালো লাগত। ফলে স্কুলে থাকতেই সৌদি আরবের ইংরেজি দৈনিক '*সাউদি গ্যাজেট*' এর সাপ্তাহিক শিশুতোষ পত্রিকা '*ফান টাইমস*-এ লেখালেখির শুরু।

আল্লাহ তা'আলার বিচিত্র খেয়ালে পরবর্তী সময়ে ফার্স্ট ইয়ারে থাকাকালীন *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় প্রদায়ক হিসেবে লেখালেখি শুরু হয়। অতঃপর প্রথম আলোসহ আরও কয়েকটি দৈনিক এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা হয়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে অনুবাদেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকি। এই কাজের জন্য বাইরে বের হতে হত না। একবারে অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসে পড়াশোনার ফাঁকে কাজ করে সময় মতো জমা দিলেই হতো।

অনার্স শেষ করার আগেই আমি সাব-এডিটর হিসেবে *দৈনিক যায় যায় দিন*-এ যোগ দিই। এর মধ্যে নানা টিভি চ্যানেল থেকে কাজের অফার আসতে থাকে। পর্দার জীবন ছিল না। খ্যাতি, বেশি বেতন, ক্ষমতার হাতছানি ছিল। তারপরেও কে যেন ভেতর থেকে বারবার বাধা দিতে থাকে। রাব্বুল আলামীনের হুকুমে মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে আমার বিয়ে হয়। তিনিও পত্রিকার মানুষ। ততদিনে নিউজ চ্যানেলে কাজ শুরু করেছেন। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে উঁচু পদে আসীন।

আল্লাহ তা'আলা এক সময় আমার মনের দিক ঘুরিয়ে দিলেন। সৌদি আরবের মতো সুন্দর দ্বীনি পরিবেশে বড় হয়েছি, হজ-উমরা করার মতো নেয়ামত পেয়েও যে পথের মূল্য বুঝিনি তিনি সে পথে টেনে আনার ব্যবস্থা করলেন। মিডিয়া থেকে মন উঠে গেল। ঘোরের মাথায় স্বনামধন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে সিভি দিতে শুরু করি। সব জায়গা থেকে ডাক আসে। শেষে বসুন্ধরার আইএসডি স্কুলে যোগদান করে ফেলি। কারণ, দুনিয়ার ওজনে এই স্কুলের সম্মান আর সম্মানী দু-টিই খুব ভারী। সেখানে আমার কলিগ হিসেবে পেয়ে গেলাম চট্টগ্রামের আব্দুল মতিন সাহেবের কন্যাকে। একই ক্লাসের দুটি সেকশনে আমরা দুজন কাজ করি। স্কুলে ঢোকার দিন থেকে আমার মাথায় আল্লাহ পাক হিজাব তুলে দেন।

এবার জীবনের মোড় ঘোরার গল্প। আমার বান্ধবীর সাথে দ্রুত আমার সখ্যতা বাড়তে থাকে। তার পরিবারের সাথে প্রফেসর হযরত হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের দীর্ঘদিনের পরিচয়। তার কাছেই আমি প্রথমবারের মতো এমন একজন বুযুর্গের কথা শুনি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাহফিলের বয়ান আমার বান্ধবী আমাকে নিয়মিত শোনাতে থাকে। বরাবর বই আমার প্রিয় জিনিস। তার হাদিয়া হিসেবে একটা-দুটো করে বয়ানের কিতাব আমার হাতে আসতে শুরু করে। বাসার বুকসেলফে গল্প-উপন্যাসের জায়গায় প্রফেসর হযরতের কিতাবাদি খুশবু ছড়াতে থাকে। কখনো বান্ধবীর হাদিয়া, কখনো কেনা কিতাব। আল্লাহ তা'আলা আমার এই ক্ষুদ্র ঘটনাবহুল জীবনে নতুন করে প্রাণ জাগালেন। এতদিনে এসে বুঝতে শুরু করেছি জীবন কেন অপূর্ণ লাগত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে আমার বান্ধবী আমাকে নিয়ে যায় উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রফেসর হযরতের বাড়িতে। আলহামদুলিল্লাহ, তার পরিবারের সাথে পরিচিত হই, আন্দোলিত হই

দ্বীনী ছোঁয়ায়। সেই ২০১১ সাল থেকে যাত্রা শুরু। ক্রমশ তার কাছে বাইআত গ্রহণ, তার উৎসাহ এবং দুআয় আমার বাইরের কর্মজীবন থেকে সরে আসা, আমার স্বামীর মিডিয়া ছেড়ে অন্য পেশায় যোগদান। এভাবে আল্লাহ তালার অগণিত দানে আমাদের পথচলায় পরিবর্তন আসতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত এবং তার পরিবারের সোহবতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের পুরো পরিবারকে যে সরল পথের দিশা দিয়েছেন এর শোকর আদায় করে শেষ করা যাবে না।

আরেকবার পেছনে ফিরে দেখা। আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের একটি হারানো অধ্যায় না বলে পারছি না। আমার আব্বার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে গওহরডাঙ্গার বিখ্যাত বুযুর্গ সদর সাহেব হুযুর মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের গ্রামে বয়ান করতে আসেন। তিনি আমাদের বাড়িতে আসার পর আমার দাদা ইসমাইল হোসেন তার সন্তানের জন্য একটা নাম পছন্দ করে দিতে বলেন। সদর সাহেব হুযুর তখন নিজের নামে নাম রাখলেন। আমার দাদার বাবা, অর্থাৎ আমার বড় আব্বা মাওলানা সাঈদউদ্দীন আহমাদ ছিলেন সদর সাহেব হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির দেওবন্দের সহপাঠী এবং বন্ধু। তারা দু-জনই ছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর স্নেহধন্য ছাত্র। লোকমুখে শুনেছি আমাদের বংশে তখন আটজন দেওবন্দ থেকে পাশ করা আলেম ছিলেন। এসব তথ্য আগে ভাসাভাসা জানা ছিল। নতুন করে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি পরিবারের বাকি সদস্যরা এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানে না। আগ্রহও নেই। আমার প্রচণ্ড কষ্ট লাগতে থাকে। আব্বার কাছেই জেনেছি যে আমাদের বড় আব্বার হাতে গড়া দুটো মাদরাসাও আছে। আল্লাহ তা'আলার রহমতে সে মাদরাসাগুলো মানুষের মহব্বতে সিক্ত। আল্লাহ তা'লা যদি দ্বীনের পথে না আনতেন তবে আমিও আমার পূর্ব পুরুষদের নিয়ে হয়ত বিস্মৃতই থাকতাম। অবাক লাগে ভাবতে যে দ্বীন থেকে ছিটকে পড়া উত্তরসুরিদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কীভাবে দ্বীনের পথে টেনে এনেছেন। হাদিয়া হিসেবে তিনি আমাদের প্রফেসর হযরতের সোহবত দান করেছেন।

দ্বীনের বুঝ আসার পর থেকে কেবল ভাবতাম, এতদিনের পড়াশোনা কী কাজে লাগল? বুযুর্গরা বলেন যে, আমাদের জীবনে *কিন্তু*, *যদি*—এ শব্দগুলোর কোনো জায়গা নেই। কারণ, সব কিছুই আল্লাহ পাকের নেয়ামত। আলহামদুলিল্লাহ, আজ খুশি লাগছে এই ভেবে যে পড়াশোনা

আর অভিজ্ঞতা এই কিতাব লেখার কাজে, দ্বীনের খিদমতে একটু হলেও কাজে আসছে।

আমার দ্বীনি কিতাব অনুবাদ করার ইচ্ছা বহুদিনের। এই কথা প্রফেসর হযরত দামাত বারাকাতুহুম জানতেন। তিনি জনাব মুহাম্মাদ আদম আলী ভাইয়ের কথা বললেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। ভেবেছিলাম অল্প পাতার বই হয়তো অনুবাদ করতে দিবেন। অথচ তিনি আমাকে এমন একজন সাহাবীর কিতাব অনুবাদ করতে দিলেন যে, আমি আবেগ, উচ্ছ্বাস আর আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে গেছি। কারণ, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে লেখার মতো যোগ্যতা, ক্ষমতা, সাহস—এগুলোর কোনোটাই আমার নেই। আমার স্বামীর উৎসাহে, এই সুযোগকে আল্লাহ তা'আলার হুকুম মনে করে বড় সাহস নিয়ে অনুবাদ করেছি। এ জন্য আমার আনন্দ এবং চেষ্টার কোনো অন্ত ছিল না। আমার দুই সন্তান যায়নাব মারিয়াম এবং আব্দুল্লাহ আমিন মুহাম্মাদ। এই কিতাব লেখার জন্য তাদের নিত্যদিনের সময় থেকে একটু করে সময় বাঁচাতে হয়েছে। এজন্য তাদের অবদানও স্বীকার করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি। এর ভুল-ক্রটি পাঠক মাত্রই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি। লেখার ক্রটিমুক্তির জন্য পরামর্শ পেলে খুশি হব। প্রফেসর হযরত এবং তার পরিবার, আমার সেই দ্বীনি বোন (বান্ধবী), জনাব মুহাম্মাদ আদম আলী ভাই, কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষ এবং আমার পরিবার-আপনজন যাদের ত্যাগ আর উৎসাহে আমার কাজে প্রেরণা এসেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, আমার এই কিতাব যেন উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তরে ঠাঁই করে নেয়, তারা যেন উপকৃত হতে পারে। পৃথিবীতে যত মুমিন-মুমিনা ছিলেন, আছেন এবং আসবেন আল্লাহ তা'আলা সকলকে মাফ করে দিন এবং কবুল করুন, আমিন।

উম্মে মুহাম্মাদ
বসুন্ধরা, ঢাকা

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Mohamed El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ؓ, Umar Ibn Al-Khattab ؓ, Uthman Ibn Affan ؓ, Ali ibn Abi Talib ؓ (2 Vols), Umar bin Abd Al-Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ؓ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Mohamed El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

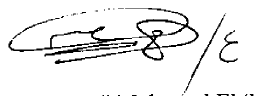

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature :

Date: March 11, 2018

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৯

প্রথম অধ্যায়

উমর রা.-এর মক্কা-জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : নাম, বংশপরিচয়, ডাকনাম, শারীরিক গঠন, পরিবার এবং জাহেলী যুগে তার জীবন

১.১। নাম, বংশপরিচয়, ডাকনাম ৩২
১.২। জন্ম এবং শারীরিক গঠন ৩২
১.৩। পরিবার ৩৩
১.৪। জাহেলী যুগে তার জীবন ৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামগ্রহণ ও হিজরত

২.১। ইসলাম গ্রহণ ৪০
২.১.১। রাসূল সা.-কে হত্যার চেষ্টা ৪২
২.১.২। বোনের বাড়িতে উমরের হামলা এবং ভাইয়ের সামনে ফাতিমা বিনতে আল-খাত্তাবের দৃঢ়তা ৪৩
২.১.৩। উমর রা. মুহাম্মাদ সা.-এর কাছে গেলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন ৪৬
২.১.৪। উমর রা-এর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের উদ্যোগ এবং এ কাজে কষ্ট সহ্য করে যাওয়া ৪৭
২.১.৫। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে উমর রা.-এর মুসলিম হওয়ার প্রভাব ৫০
২.১.৬। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের দিন-তারিখ এবং ধর্মান্তরের সময় মুসলমানের সংখ্যা ৫০
২.২। হিজরত ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল সা.-এর নিকট কুরআন শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ : উমর রা. এবং পবিত্র কুরআন

১.১। আল্লাহ, মহাবিশ্ব, জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম এবং তাকদীর সম্পর্কে তার ধারণা ৫৯
১.২। কুরআনের আয়াতের সাথে উমর রা.-এর মতামত মিলে যাওয়া, ওহী নাযিলের কারণ সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং কিছু আয়াতে তার তাফসীর ৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূল সা.-এর সোহবতে উমর রা. ৮৬

২.১। যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে উমর রা. ৯২
২.২। মদীনার সমাজে উমর রা. ১১৩
২.২.১। আগন্তুক এবং তার জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে উমর রা.-কে নবী সা.-এর প্রশ্ন ১১৪
২.২.২। উমর রা.-এর সাথে রাসূল সা.-এর সহমত পোষণ করা ১১৫
২.২.৩। রাসূল সা. একটিমাত্র উৎস থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য সাহাবীদের জোর দিলেন ১১৭
২.২.৪। রাসূল সা. সৃষ্টির শুরু সম্পর্কে বয়ান করলেন ১১৭
২.২.৫। নবী সা. কতৃক পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখার প্রতি জোর দিয়েছেন ১১৮
২.২.৬। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সা.-কে নবী এবং রাসূল হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট ১১৯
২.২.৮। যে সাদকা ফিরিয়ে নেয় তার ব্যাপারে ফাতওয়া ১১৯
২.২.৯। দান এবং ওয়াকফ ১২০
২.২.১০। উমর রা. এবং তার পুত্রকে রাসূল সা.-এর উপহার ১২১
২.২.১১। পুত্রকে উমর রা.-এর উৎসাহদান এবং ইবনে মাসউদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ ১২২
২.২.১২। বিদআতের বিরুদ্ধে তার সতর্কতা ১২৩
২.২.১৩। আশা করা কিংবা চাওয়া ছাড়াই যে সম্পদ তোমার কাছে আসে তা গ্রহণ করো ১২৪

২.২.১৪। উমর রা.-এর জন্য রাসুল সা.-এর দুআ ১২৪
২.২.১৫। আমি জানি, রাসূল সা. যখন বাগানের মধ্যে হেঁটেছেন তখন তাতে বরকত হবেই ১২৫
২.২.১৬। হাফসা বিনতে উমরের সাথে রাসূল সা.-এর বিবাহ ১২৫
২.৩। রাসূল সা. এবং তার স্ত্রীদের মতবিরোধে উমরা রা.-এর আচরণ ১২৬
২.৪। তার কিছু গুণাবলী ১২৯
২.৫। রাসূল সা.-এর অসুস্থতা এবং তার ইন্তেকালে উমর রা. ১৩৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে উমর রা.

৩.১। সাকীফা বনী সাইদায় তার মনোভাব এবং আবু বকর রা.-এর কাছে বাইআত গ্রহণ করা ১৪৩
৩.২। যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং উসামা রা.-এর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী প্রেরণ প্রসঙ্গে আবু বকর রা.-এর সঙ্গে আলোচনা ১৪৬
৩.৩। মুআযের ইয়েমেন থেকে প্রত্যাবর্তন এবং উমর রা., আবু মুসলিম আল-খাওলানীকে নিয়ে তার অব্যর্থ ধারণা এবং আবান ইবনে সাঈদকে বাহরাইনের গভর্নর নিয়োগ করার ব্যাপারে তার মন্তব্য ১৪৭
৩.৪। নিহত মুসলিমদের জন্য *দিয়ত গ্রহণ* না করার জন্য উমর রা.-এর মত, আল-আকরা ইবনে হাবিস এবং উয়ায়না ইবনে হাসানকে আবু বকর রা. জমি দিতে চাইলে তিনি বাধা দিলেন ১৫০
৩.৫। কুরআন মাজীদ সংকলন ১৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

আবু বকর রা.-এর পরবর্তী খলীফা হিসেবে উমর রা.-কে নিয়োগ; উমর রা.-এর কর্মপন্থা এবং তার মদীনার জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবু বকর রা.-এর পরবর্তী খলীফা হিসেবে উমর রা.-কে নিয়োগ এবং তার কর্মপন্থা

১.১। আবু বকর রা.-এর পরবর্তী খলীফা হিসেবে উমর রা.-কে নিয়োগ ১৫৮

১.২। কুরআন ও হাদীসে উমর রা.-এর খেলাফতের প্রতি ইশারা ১৬৬
১.৩। উমর রা.-এর খেলাফতের অধিকার নিয়ে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য ১৭৫
১.৪। উমর রা.এর স্বাগতিক ভাষণ ১৭৮
১.৫। শূরা ১৮৭
১.৬। ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতা বিধান ১৯৪
১.৭। স্বাধীনতা ২০৬
১.৮। খলীফার বেতন-ভাতা; হিজরী বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন; 'আমীরুল মুমিনীন' খেতাবের প্রচলন ২৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমর রা.-এর আখলাক, পারিবারিক জীবন, এবং আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

২.১। তার আখলাকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ২৩৯
২.২। তার জীবন ও পরিবার ২৫৫
২.৩। আহলে বাইত (রাসূল সা.-এর পরিবারবর্গ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ২৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উমর রা.-এর সামাজিক জীবন

৩.১। উমর রা.-এর সামাজিক জীবন ২৭৪
৩.২। বাজারে জনসাধারণের কর্মকাণ্ড তদারকি ৩০৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উমর রা.-এর জ্ঞানপিপাসা, দাঈ এবং উলামায়ে কেরাম

৪.১। উমর রা.-এর জ্ঞানপিপাসা ৩৪২
৪.২। তিনি মদীনাকে ফাতওয়া এবং ফিকহ-এর মূলকেন্দ্রে পরিণত করেন ৩৫৫
৪.৩। উমর রা. এবং কবি ও কবিতা ৩৮৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উমর রা.-এর সময়ে অবকাঠামোগত উন্নয়র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৫.১। উমর রা.-এর সময়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৪০৩
৫.২। অর্থনৈতিক সংকট ৪২৫
৫.৩। প্লেগ ৪৩৯

চতুর্থ অধ্যায়

উমর রা.-এর সময়ে অর্থনৈতিক এবং বিচারব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

১.১। উমর রা.-এর সময়ে রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ৪৫৩
১.১.১। যাকাত ৪৫৫
১.১.২। জিযিয়া ৪৫৯
১.১.৩। খারাজ ৪৬৯
১.১.৪। উশর (খাজনা) ৪৮৫
১.১.৫। ফায় এবং গানায়ম বা যুদ্ধলব্ধ গনীমত (গনীমতের শ্রেণিবিভাগ) ৪৮৯
১.২। মুসলিমদের বাইতুল মাল এবং দাপ্তরিক নথির প্রচলন ৪৯১
১.৩। উমর রা.-এর সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ৪৯৭
১.৩.১। যাকাত থেকে ব্যয় ৪৯৭
১.৩.২। জিযিয়া, খারায এবং উশুর থেকে ব্যয় ৫০১
১.৩.৩। যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে ব্যয় ৫০৫
১.৩.৪। রাষ্ট্রের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিষয় ৫০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিচারব্যবস্থা ৫১০

২.১। বিচারকদের কাছে পাঠানো উমর রা.-এর গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ৫১৩
২.২। বিচারকদের নিয়োগ, তাদের বেতন এবং তাদের বিচারিক বিশেষত্ব ৫১৬
২.২.১। বিচারকদের নিয়োগ ৫১৬
২.২.২। বিচারকদের বেতন ৫১৭
২.২.৩। বিচারব্যবস্থার বিশেষত্ব ৫১৭
২.৩। বিচারকদের যোগ্যতা এবং তাদের কাছে কী আশা করা হতো ৫১৮
২.৩.১। বিচারকদের যোগ্যতা ৫১৮
২.৩.২। বিচারকদের কাছে কী আশা করা হতো ৫২০
২.৩.৩। বিচারকগণ নিজেরাও রায়ের অধীন ৫২৬

২.৪। বিচার পদ্ধতির মূলনীতি ৫২৭
২.৫। কেমন প্রমাণের ওপরের বিচারকরা নির্ভর করবেন ৫৩১
২.৬। উমর রা. কয়েকটি অপরাধ এবং অন্যায় কাজের ফাতওয়া ও শাস্তি নির্ধারণ করে দিলেন ৫৩৫
২.৬.১। রাষ্ট্রীয় সীলমোহর জাল করা ৫৩৫
২.৬.২। কুফার *বায়তুল মাল* থেকে যে লোক চুরি করেছিল ৫৩৬
২.৬.৩। দুর্ভিক্ষের বছরে চুরি ৫৩৬
২.৬.৪। উন্মাদ নারী কর্তৃক যিনা ৫৩৬
২.৬.৫। এক যিম্মি একজন মুসলিম নারীকে যিনা করতে বাধ্য ৫৩৭
২.৬.৬। নারীকে যিনা করতে বাধ্য করা হলে ৫৩৭
২.৬.৭। যিনা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির ফাতওয়া ৫৩৮
২.৬.৮। ইদ্দত পালনের সময় এক নারী বিয়ে করেছিলেন ৫৩৮
২.৬.৯। স্বামী থাকার কথা গোপন করে এক নারী আবার ৫৩৮
২.৬.১০। আল-মুগিরা ইবনে শুবার বিরুদ্ধে যিনার ৫৩৯
২.৬.১১। গোলামের সঙ্গে যেনা করায় এক নারীর বিরুদ্ধে ৫৩৯
২.৬.১২। এক নারী তার খাদেমার সাথে স্বামীর সহবাসের ৫৩৯
২.৬.১৩। পরোক্ষভাবে অপবাদ দেবার জন্য হাদ্দ কার্যকর ৫৪০
২.৬.১৪। মানুষের সম্ভ্রম বিনষ্টকারী, ইহুদির রক্তের মত ঘৃণ্য ৫৪০
২.৬.১৫। আল্লাহ কাউকে হত্যা করলে তার জন্য *দিয়াত* ৫৪১
২.৬.১৬। সানাবাসীরা সবাই যদি এই হত্যাকাণ্ডে শামিল ৫৪১
২.৬.১৭। যাদুচর্চার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ৫৪২
২.৬.১৮। যে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের সন্তান হত্যা করে ৫৪২
২.৬.১৯। দিয়াত এবং কসামার মেলবন্ধন ৫৪৩
২.৬.২০। 'হে আল্লাহ, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, ৫৪৩
২.৬.২১। মদপানের হাদ্দ-দণ্ড ছিল আশি বেত্রাঘাত ৫৪৪
২.৬.২২। মদ পরিবেশন করা হলে পানশালা পুড়িয়ে দিতে ৫৪৫
২.৬.২৩। 'তাকে সাধ্বী মুসলিম নারী হিসেবে বিয়ে দিন' ৫৪৫
২.৬.২৪। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে কেউ তার ৫৪৬
২.৬.২৫। গর্ভধারণের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা ৫৪৬
২.৭। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপচয় রোধে বিধিনিষেধ ৫৪৭
২.৮। এক কথায় তিন তালাকের অনুমোদন ৫৫০
২.৯। মুতআ (অস্থায়ী) বিয়ের ওপরে নিষেধাজ্ঞা ৫৫৩
২.১০। উমর রা. কর্তৃক সমর্থিত কিছু ফিকহি মতামত ৫৫৫

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছেই চাই সাহায্য, ক্ষমা এবং হেদায়েত। আমরা আশ্রয় চাই নফসের ধোঁকা আর মন্দ কাজ থেকে। আল্লাহ তা'আলা যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার সাধ্য কারও নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়, আর না আছে তার কোনো অংশীদার। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। কুরআনে এসেছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।[1]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ
وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।[2]

[1] সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০২।
[2] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ তার রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।[3]

এই কিতাবের নাম *জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা.*। এজন্য সবার আগে মহান আল্লাহ তা'আলা শোকর আদায় করছি। তারপরই স্বীকার করছি বিজ্ঞ আলেম, শাইখ এবং দাঈদের অবদানের কথা। তাদের উৎসাহে আমি খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তাদেরই একজন আমাকে বলেছিলেন, সমসাময়িক মুসলিম এবং ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যে বিশাল দূরত্ব তৈরি হয়েছে। দাঈ, আলেম এবং বুযুর্গদের কথা অনেক মুসলিমই জানে। অথচ খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা এক রকম অজানা। অথচ সেই যুগ ছিল রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, গণসংযোগ, নৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিদীপ্ত, জিহাদী এবং ফিকহী শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এখন এগুলোর তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের অঙ্গ-সংগঠনগুলোর গঠনপ্রক্রিয়া এবং বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, খেলাফত-পদ্ধতি, সেনাব্যবস্থা, গভর্নর নিয়োগপদ্ধতি, ইজতিহাদ (মুসলিম উম্মাহ পারসিক এবং বাইজেন্টাইনদের সংস্পর্শে যাওয়ার সময় গৃহীত পদ্ধতি) এবং একের পর এক ভূখণ্ড বিজয়ের সাফল্যগাঁথা আমাদের জানতে হবে।

আমার চিন্তা-ভাবনাকে আল্লাহ তা'আলা বাস্তব রূপ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতী হাতের স্পর্শে আমার চলার পথ সহজ করেছেন। আল্লাহর অসীম রহমতে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত আমার হাতে পৌঁছেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস সুশিক্ষায় ভরপুর। অথচ এই শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো ইতিহাস, হাদীস, ফিকহ, সাহিত্য, তাফসীর নয়তো জীবনী

[3] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

প্রথম অধ্যায়

উমরা রা.-এর মক্কা জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশপরিচয়, ডাকনাম, শারীরিক গঠন পরিবার এবং জাহেলী যুগে তার জীবন

১.১। নাম, বংশপরিচয়, ডাকনাম

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণ নাম ছিল উমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফায়েল ইবনে আব্দিল-উযযা ইবনে রিয়াহ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে কুরুত ইবনে রাযাহ ইবনে আদিয়্যি ইবনে কাব ইবনে লুআয়্যি[৪] ইবনে গালিব আল-কুরাইশি আল-আদাওয়ি।[৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার বংশানুক্রম তুলনা করলে দেখা যায়, কাব ইবনে লুআয় ইবনে গালিব[৬] দু-জনেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন। তার আরেক নাম আবু হাফস[৭]। তাছাড়া তিনি মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম পালনের জন্য আল-ফারুক[৮] নামেও পরিচিত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে ফারাক বা পার্থক্য তৈরি করেছিলেন।[৯]

১.২। জন্ম এবং শারীরিক গঠন

হাতি-সনের[১০] তেরো বছর পরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। তার গায়ের রং ছিল লাল আভাময় সাদা; সুন্দর গাল, নাক ও চোখের

[৪] *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ*, ৩/২৬৫; *মাহদুস সাওয়াব*, ইবনে আব্দিল হাদী, ১/১৩১।
[৫] *মাহদুস সাওয়াব ফি ফাযাইলি আমীলির মুমিনীন উমর ইবনিল খাত্তাব*, ১/১৩১।
[৬] প্রাগুক্ত, ১/১৩১।
[৭] *সহীহ আত-তাওসিক ফি সীরাতি ওয়া হায়াতিল ফারুক উমর ইবনিল খাত্তাব*, পৃ. ১৫।
[৮] প্রাগুক্ত।
[৯] প্রাগুক্ত।
[১০] *তারীখুল খুলাফা*, সুয়ূতি, পৃ. ১৩৩।

অধিকারী এবং তার হাত-পা ছিল বড়সড়। তিনি ছিলেন পৌরুষদীপ্ত, দীর্ঘদেহী, টেকোমাথার একজন শক্তপোক্ত মানুষ। তিনি স্বাভাবিকের তুলনায় দীর্ঘদেহী ছিলেন। তাকে দেখলে মনে হতো যেন সওয়ারীতে বসে আছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব শক্তিশালী ছিলেন বলে দুর্বল বা নাজুক মনে হতো না।[১১] চুল মেহেদী দিয়ে রাঙাতেন, গোঁফের দুপাশ লম্বা ছিল।[১২] খুব দ্রুত হাঁটতেন, কথা বলতেন স্পষ্টভাবে আর কাউকে আঘাত করলে তাতে ব্যথা লাগতই।[১৩]

১.৩। পরিবার

তাঁর বাবার নাম ছিল আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতামহ নুফায়েল ইবনে আব্দিল-উযযার কাছে কুরাইশরা বিচার-সালিশের জন্য আসত।[১৪] তার মায়ের নাম ছিল হান্‌তামা বিনতে হাশিম ইবনুল মুগীরা। প্রচলিত আছে, তিনি হাশিমের কন্যা এবং আবু জাহেলের বোন ছিলেন।[১৫] তবে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদের মতে, তিনি হাশিমের কন্যা এবং আবু জাহেল ইবনে হিশামের চাচাত বোন ছিলেন।[১৬]

তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় : জাহেলীয়াতের সময় তিনি উসমান ইবনে মাযউনের বোন যায়নাব বিনতে মাযউনকে বিয়ে করেন। তার ঘরে আব্দুল্লাহ, বড় আব্দুর রহমান এবং হাফসার জন্ম হয়। অতঃপর মালিকা বিনতে জারওয়ালের গর্ভে উবাইদুল্লাহর জন্ম হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়, পরে আবু আল-জাহম ইবনে হুযাইফার সাথে মালিকার বিয়ে হয়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরাইবা বিনতে আবি-উমাইয়া আল-মাখযুমিকেও বিয়ে করেছিলেন। তাকেও হুদাইবিয়ার সময় তালাক দেন; আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকরের সাথে তার বিয়ে হয়। ইকরিমা ইবনে আবি জাহেল সিরিয়ায় নিহত হওয়ার পরে তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে আল-হারিস ইবনে হিশামের

[১১] *আল-খলিফাতুল ফারূক উমর ইবনুল খাত্তাব*, আল-আনি, পৃ. ১৫।
[১২] তিনি কারও ওপরে রেগে গেলে বা ক্ষেপে গেলে তার রক্ষা ছিল না।
[১৩] *তাহযীবুল আসমা*, আন-নববী, ২/১৪; আওয়ালিয়াত আল-ফারূক, আল-কুরেশি, পৃ. ২৪।
[১৪] *নাসাব কুরাইশ*, আয-যুবাইরি, পৃ. ৩৪৭।
[১৫] *আওয়ালিয়াত আল-ফারূক*, আল কুরেশি, পৃ. ২২
[১৬] প্রাগুক্ত।

সাথে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৭] তিনি ফাতিমা নামে এক কন্যার জন্ম দেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তালাক দিয়েছিলেন কি না তা স্পষ্ট নয়।[১৮] এরপর তিনি বিয়ে করেন আল-আওসের জামিলা[১৯] বিনতে আসিম ইবনে সাবিত ইবনে আবি আল-আকলাহকে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বকরের প্রাক্তন স্ত্রী আতিকা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েলকে বিয়ে করেছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পরে তিনি যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে বিয়ে করেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি তার পুত্র ইয়্যাদের জননী ছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবু বকর আস-সিদ্দীকের কন্যা উম্মে কুলসুম যখন খুব ছোট ছিলেন তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি তাকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়ে সম্বন্ধ পাঠিয়েছিলেন। উম্মে কুলসুম বলেছিলেন, 'তাকে আমার প্রয়োজন নেই'। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি আমিরুল মুমিনীনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছ?' তিনি জবাব দেন, 'হ্যাঁ। কারণ, তিনি খুব কঠিন জীবনযাপন করেন।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমর ইবনুল আসের মাধ্যমে খবর পাঠালেন। তিনি তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর[২০] কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিবর্তে আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করতে পারেন। তার মা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা। সুতরাং মায়ের দিক থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর ছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তার মেয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠালে তিনি রাজী হন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চল্লিশ হাজার দিরহাম দেনমোহর ধার্য করে তাকে বিয়ে করেন। উম্মে কুলসুমের গর্ভে যায়েদ এবং রুকাইয়ার জন্ম হয়।[২১]

[১৭] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/১৪৪।
[১৮] প্রাগুক্ত।
[১৯] *তারতীব ওয়া তাহযীব আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া; খিলাফাত উমর*, আস-সুলামি, পৃ. ৭।
[20] প্রাগুক্ত।
[২১] *আল-কামীল ফি আত-তারীখ*, ২/২১২।